



36387 - কবোরবানীর একটী পশু কয়জনরে পক্ষ থেকে বধৈ হবঐ?

প্রশ্ন

আমি, আমার স্ত্রী ও সন্তানরো সহ পরবাররে সদস্য আটজন। আমাদরে জন্য কি একটী কবোরবানীর পশু যথেষ্ট হবঐ? নাকী প্রত্যকরে পক্ষ থেকে একটী পশু কবোরবানী দতি হবঐ? যদি একটী পশু যথেষ্ট হয় তাহলে আমি ও আমার প্রতবিশী একই কবোরবানীর পশুতে অংশীদার হওয়া বধৈ হবঐ কি?

প্রয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

এক:

কবোরবানীর পশু হিসাবে একটী মষে ব্যক্তি নিজরে পক্ষ থেকে, তার পরবাররে সদস্যদরে পক্ষ থেকে এবং যত মুসলমানরে পক্ষ থেকে নয়িত করে সবার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবঐ। দললি হচ্ছঐ আয়শো (রাঃ) এর হাদসি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম এমন একটী মষে আনার নরদশে দলনে যটেরি পায়রে রঙ কালো, পটেরে রঙ কালো, চোখরে রঙ কালো। নরদশে অনুযায়ী কবোরবানীর জন্য মষেটী আনা হল। তখন তিনি আয়শো (রাঃ) কে বললনে: হঐ আয়শো! তুমি ছুরটী নিয়ে আস (অর্থাৎ আমাকে ছুরটী দাও)। তিনি ছুরটী নিয়ে এলনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম ছুরটী এবং মষেটীকেও নলনে। এরপর মষেটীকে শূইয়ে দিয়ে জবাই করলনে (অর্থাৎ জবাই করার প্রস্তুতী নলনে)। এরপর বললনে: বসিমল্লাহ, হঐ আল্লাহ! এটী মুহাম্মদরে পক্ষ থেকে, মুহাম্মদরে পরবাররে পক্ষ থেকে এবং উম্মতে মুহাম্মদীর পক্ষ থেকে কবুল করুন। অতঃপর তিনি সঐ মষেটী কবোরবানী করলনে।[সহহী মুসলমি]

ব্যাকটেরে ভতেররে অংশটুকু ব্যাখ্যা; মূল হাদসিরে অংশ নয়।

আবু আইযুব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, তিনি বলনে: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লামরে যামানায় একজন ব্যক্তি একটী ছাগল দিয়ে নিজরে পক্ষ থেকে ও নিজরে পরবাররে পক্ষ থেকে কবোরবানী দতি। নিজরো খতে এবং অন্যদরেকওে খাওয়াত।”।[সুনানে ইবনে মাজাহ ও সুনানে তরমযি; তরমযি হাদসিটকি ‘সহহী’ বলছেন। আলবানী সহহীত তরমযি গ্রন্থে (১২১৬) হাদসিটকি ‘সহহী’ আখ্যায়তি করছেন]

অতএব, কোন লোক যদি একটী ছাগল কথিবা একটী ভড়ো দিয়ে কবোরবানী দিয়ে তাহলে সটো তার নিজরে পক্ষ থেকে, তার



পরবিাররে মৃত বা জীবতি যত সদস্যদরে পক্ষ থেকে নয়িত করে সকলরে পক্ষ থেকে জায়যে হবে। যদি আমভাবে বা খাসভাবে কোন নয়িত না করে তাহলে 'আহলে বাইত' বা পরবিার বলতে মানুষরে ব্যবহারে যাদরেকে বুঝায় কথিা ভাষাগতভাবে যাদরেকে বুঝায় তারা সকলে এর অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রথাগতভাবে ব্যক্তি যাদরে ভরণপোষণ করে— স্ত্রী, সন্তান ও আত্মীয়স্বজন তাদরেকে পরবিার বলে। আভিানকি অর্থে পরবিার বলতে ব্যক্তির সবেব আত্মীয়দরেকে বুঝায় যারা তার নিজরে বংশধর, তার পতির বংশধর, তার দাদার বংশধর কথিা তার প্রপতিমহরে বংশধর।

একটি মষে দয়িে যাদরে যাদরে পক্ষ থেকে করেবানী করা জায়যে একটি উটরে সপ্তমাংশ কথিা একটি গরুর এক সপ্তমাংশ দয়িে তাদরে সবার পক্ষ থেকে করেবানী করা জায়যে। তাই, কটে যদি এক সপ্তমাংশ উট দয়িে কথিা এক সপ্তমাংশ গরু দয়িে তার পক্ষ থেকে, তার পরবিাররে পক্ষ থেকে করেবানী দয়িে সটো জায়যে হবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদরি পশুর ক্ষত্রে এক সপ্তমাংশ উট ও এক সপ্তমাংশ গরুকে একটি ছাগলরে স্থলাভিিক্ত করছেন। অনুরূপ বধিান করেবানীর ক্ষত্রেও প্রযোজ্য হবে। যহেতু এক্ষত্রে করেবানী ও হাদরি মধ্যে কোন পার্থক্য নই।

দুই:

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একটি মষে ক্রয়ে অংশীদার হয়ে সবার পক্ষ থেকে করেবানী দয়ো জায়যে নয়। কেননা কুরআন-সুন্নাতে এই মর্ম্মে কিছু উদ্ধৃত হয়নি। অনুরূপভাবে আট বা ততোধিক ব্যক্তি একটি উট কথিা একটি গরুতে অংশীদার হওয়া জায়যে নই (তবে সাতজনরে একটি উটে কথিা গরুতে অংশীদার হওয়া জায়যে আছে)। কেননা ইবাদতগুলো তাওকফিয়্যা (দললিরে সীমায় বধিান সীমাবদ্ধ এমন)। এগুলোর ক্ষত্রে নির্ধারতি সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না; সটো সংখ্যাগত সীমা হোক কথিা পদ্ধতিগত সীমা হোক। তবে, সওয়াবরে ক্ষত্রে অংশীদার করা যতে পারে। যমেন সওয়াবরে ক্ষত্রে অগতি মানুষকে অংশীদার করার কথা উল্লেখ আছে।